চার্লস ডারউইন এই পৃথিবীতে না জন্মালে ...

আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ্

প্রকৃতি বিজ্ঞানের অন্যতম মহাপুরুষ ডারউইন আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে জন্মেছিলেন ইংল্যান্ডে। যৌবনে তিনি আরো দশজনার মত জীবনযাপন না করে এক জাহাজে বছর কয়েক কাটিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডোরের কাছাকাছি গালাপাগোস দ্বীপে ফিন্চ পাখীদের ঠোটের তারতম্য লক্ষ্য করেন আর জীব অভিব্যক্তির যে এক নয়া থিওরী প্রণয়ন করেছিলেন তা তিনি অনেক ক'টি বছর পর লোকসমক্ষে প্রকাশ করেন। এই থিওরী প্রকৃতিবিদসহ জীববিদদের কাছে প্রণিধানযোগ্য হবার কারণে ডারউইনের দেহত্যাগের পর উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দিতে তাঁর জয়জয়াকার সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে খুব শীঘ্রই।

ডারউইন কোক্খনো কোথাও লিখেন নি যে, তাঁর থিওরী আব্রাহাম প্রণীত যে তিনটি ধর্ম এই পৃথিবীতে সুবিস্তার লাভ করেছে গত দু'হাজার বছর ধরে, সেগুলোর ভিত্তিকে ভেঙ্গে দেবে। তবে তিনি ভালমতই বুঝতে পেরেছিলেন যে বাইবেল আর কুরানে আদম-হাওয়ার স্বর্গচ্যুত হবার যে রূপকথা বর্ণিত আছে তাতে তাঁর প্রণীত থিওরী কুঠারাঘাত করবে। আর বাস্তবিকই তাই হলো। মাত্র বছর কয়েক আগে আমেরিকার বিশেষ ক'জন ধার্মিক চিন্তাবিদরা এক নয়া আন্দোলন শুরু করলেন ডার উইনের অভিব্যক্তি থিওরীকে মরণছোবল মারার নিমিত্তে। এটাকে তারা নামাকরণ করলেন - ''ইন্টালিজেন্ট ডিজাইন'' বা ''দক্ষ কারগর'' থিওরী বলে। তাদের উদ্ভট যুক্তি হলো একটা যান্ত্রিক ঘড়ি (একশ বছরের চাইতে পুরান প্রযুক্তি!) যদি আপনাআপনি না তৈরী হতে পারে তাহলে মানষ বা অন্যান্য কম্পলেক্স বা জটিল অঙ্গপ্রতঙ্গ কি ভাবে নিজ থেকে তৈরী হতে পারে? বড়ই চতুর ও অখন্ডনীয় যুক্তি, তাই না? কিন্তু এ'সব ভন্ড চিন্তাবিদরা ডারউইনের থিওরী একটু তলিয়ে দেখেননি যে কোথ্থাও তিনি লিখেছেন কিনা যে মানুষ আর কাক-পক্ষী আপনা আপনি এই মর্ত্যে নেমে এসেছে। পক্ষান্তরে, বাইবেল বা কুরানমতে একজন ইন্টালিজেন্ট বা দক্ষ ডিজাইনার (কারিগর) নিজ হাতে ঘড়ি নির্মাতা যেমন অতি দক্ষতার সাথে সময় নিরূপন যন্ত্র বানান ঠিক সেরকম ভাবে মানুষ ও অন্যান্য জীবযন্ত্র গড়েছেন।

ডারউইনের থিওরী মতে আদিম জীবকোষ যেমন মাইকোপ্লাজমা - ব্যক্টেরিয়া তাদের চাইতে আরো আদিম জীব-কোষ যেমন ব্লু-গ্রীন আল্জী বা সায়োনো-ব্যক্টেরিয়া হতে প্রজনিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়েছে। কোটি কোটি বছরের ক্রম-বিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্টেরিয়া থেকে ইস্ট-সেল তার পর ক্রমে ক্রমে ছত্রক - আদিম গাছ - সামুক - কাকড়া - মাছ - সাপ - গিরগিটি -আদিম মারসুপিয়াল -ক্যাঙ্গারু-গরু-বানর-গরিলা- সিম্পাঞ্জি-আদিম মানুষ-আধুনিক মানুষ এই ধরায় এসেছে। বাইবেল-কুরানমতে মানুষ এই পৃথিবীতে এসেছে মাত্র ৬-৭ হাজার বছর আগে আর ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ মতে তা হতে লেগেছে

সহস্র কোটি বা তিন চার বিলিয়ন বছরের ওপর। অতি ধার্মিকরা বুক চাপড়িয়ে বলবেন, ''আমাদের হলি বুক তো বানোয়াট কথা লিখতে পারে না, অতএব, মানুষ এই ধরায় এসেছে মেসোপটামিয়ার সভ্যতার জন্মলগ্নের এক হাজার বছর আগে।'' আর ডারউইনের এক অনুসারী বলবেন, ''ধার্মিকদের এ'সব রূপকথায় কান দেবেন না দয়া করে। মানুষ ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আসতে লেগেছে নুন্যতম ৩.৬ বিলিয়ন (মানে ৩৬ এর পর আরো ন'টা শুন্য) বছর।''

এই বিবর্তনের স্কেল - মানে কোন ব্যক্টেরিয়া, কোন শৈবাল, কোন জীব কখন এই পৃথিবীতে এসেছে - তা নিয়ে লিখতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। এটা জানলেই যথেষ্ট যে, মানুষের অবস্থান ইভোলিউশন বা ক্রম-বিবর্তনের স্কেলে সব চাইতে উপরে। তার আগে ছিল সিম্পাঞ্জি জাতীয় বা 'মানুষ-সিম্পাঞ্জি' জাতীয় কোন 'হাইব্রিড' জন্তু যার মধ্যে হয়ত খানেক বাক্শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ছিল। এই ছোট রচনায় আমি পাঠকবর্গকে ডারউইনের থিওরীস সাথে সম্যক পরিচয় করিয়ে দিতে চাই না। বরং আমি এটাই জানাতে চাই যে চার্ল্স ডারউইন ১৮০৯ সালে পৃথিবীতে না জন্মালে আমাদের আজকের এই পৃথিবীর রূপরেখা কেমন হতো।

২০০৬ সনে পৃথিবীর রূপরেখা ডার উইন ব্যতিরেকে এমনটিও হতে পারতো -

১। জীবজন্তুর ক্রম-বিবর্তনবাদ হয়তো অন্য কেউ উদঘাটন করতেন, তবে তা হয়তো একটা বিতর্কিত থিওরী হিসেবে পরিগণিত হতো।

২। আব্রাহামিক্ ধর্মের পন্ডিতরা যারা এখন 'ইন্টালিজেন্ট ডিজাইন' এর জিগির তুলেছেন সর্বত্র, তাদের দাপটের ঠেলায় প্রকৃতিবিদরা মোটেও প্রকৃতিস্থ থাকতে পারতেন না!

৩। ইস্কুল-কলেজের কারিকুলামে পবিত্র গ্রন্থের বরাত দিয়ে আদম-হাওয়ার স্বর্গচ্যুত হবার রূপকথাটি জোরেশোরে পড়ানো যে হতো তা'তে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।

৪। মানুষের আয়ু গড়ে ৪০-৫০ বছর হতো কেননা ১৯৩০ দশকে পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হতো না যার ফলে এন্টিবায়োটিক বলে কোন রোগনিরামক পদার্থ আমাদের সমাজে চালু হতো না। সে'রকম ভাবে ভ্যাক্সিনও অবর্তমান রইতো আমাদের সমাজে। ফলে, লোকজন পঞ্চাশ পের হবার আগেই এই মর্ত্যলোকে পঞ্চত্ব লাভ করতো।

৫। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কাউকে ডি এন এ, জিন, রিকম্ববিনেন্ট ডি এন এ, জিনোমিক্স, প্রোটিওমিক্স, এসব বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে হতো না!

৬। আদালতে ডি এন এ -সাক্ষ্য অচল বলে প্রতপন্ন হতো। বাবা-ছেলে-মেয়ের বায়োলোজিক্যাল সম্পর্ক স্থাপণ আর করা যেত না আদালতে। অনেক দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদের জন্য অবশ্য এটা সুখবরই হতো!

৭। ধর্ম যাজক, মোল্লা, রেবাই, আর ব্রাক্ষণদের অত্যাচারে সমাজ হতো জর্জরিত। এ'ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই!

৮। ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ বা সেকুলারিজম একেবারে কোনঠাঁসা হয়ে রইতো এই সমাজে যেখানে খোলামনা লোকরা মুক্তচিন্তা করতে রীতিমত ভয় পেতেন ধর্মপুলিসদের অত্যাচারে। সৌদি আরবে এর খানেকটা নমুনা পাওয়া যাবে এই মুহূর্তে।

৯। ই-ফোরামে যোগদিয়ে আব্রাহামিক ধর্মত্রয়ের সমালোচনা করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো। জানের উপর হুমকি তো লেগেই থাকতো!

১০। কূটনীতিতে ধর্ম ভীষন ভাবে সম্পৃক্ত হতো। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের প্রভাব হতো সবচাইতে বেশি।

উপরোক্ত লিস্টটি আরো লম্বা করা যেত। সময়ের অভাবে আর সেটা করলাম না। পাঠকরদের কাছে আমার সবিশেষ অনুরোধ এই যে, আজ ডারউইন দিবসে একটু চিন্তা করে দেখবেন এই মহা বিজ্ঞানী কি ভাবে 'রেশনালিস্ট' বা যুক্তিবাদী হয়ে কি ভাবে তাঁর অভিব্যক্তিবাদ থিওরী আবিষ্কার করলেন আর সেটা দিয়ে পুরো মানবজাতির কল্যাণ আর সংস্কার সাধণ করলেন কি চমৎকার ভাবে। এই পৃথিবীর সন্মুখগামী যাত্রার জন্য আমদের গোটা বিশ্বে আরো ডজন খানেক ডারউইনের সুবিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। অনেক মনীষীর ধারণা এরকম যে, আজ পর্যন্ত যত বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ এই ধরায় জন্ম নিয়েছেন (আনুমানিক ১০-১৫ বিলিয়ন) তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন চার্ল্স ডারউইন। ১৮৫৯ সনে এঁর প্রণিত অভিব্যক্তিবাদ আমাদের চিন্তাধারায় যে অমূল পরিবর্তন এনেছে তার জন্য জীব বিদ্যা, মানব-বিজ্ঞানসহ আর অন্যান্য বিষয় এর উৎকর্ষ সাধণ হয়েছে। তাই তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হলেন অচিরেই। যুক্তিবাদিদের তো শুনেছে কোন পয়গম্বর বা নবী নেই, তবে কারু নাম যদি সে স্থলে বসানো যাই, তা'হলে ভোট নিলে দেখা যাবে যে ডারউইনই হচ্ছেন সেই বিশেষ ব্যক্তি! ডারউইন দিবসের বুহুল প্রচার হোক আর সেই সঙ্গে ডারউইনের থিওরী পৃথিবীর আনাচকানাচে ছড়িয়ে পড়ুক সেই কামনা করে এই লিখা হতে নিবৃর্ত হচ্ছি। ডারউইন দিবসে সব্বাইকে জানাই শুভকামনা। পৃথিবীতে যাতে যুক্তিবাদের বহুল প্রসারতা হয় সেই কামনা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

———————-

ডঃ আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ্ ইথাকায় অবস্থিত কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে এই লিখাটি লিখেন।